



বজ্জৈয়ন্তী মালার উপকারিতা

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, বজ্জৈয়ন্তী মালা মালা অর্পণ করে ভগবান কৃষ্ণ এবং ভগবান বসিঁণুর পূজা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এটিকে "বজ্জৈয়ন্তী মালা" নামেও ডাকা হয়। মহাভারতে বসিঁণুর উদ্দেশ্যে নবদেতি বসিঁণু সহস্রনামে বজ্জৈয়ন্তী মালা উল্লেখ করা হয়েছে, বনমালি (বনফুল)।

বজ্জৈয়ন্তী মালা (Vajrayanti Mala) হল একটি পবিত্র মালা, যা বজ্জৈয়ন্তী গাছের বীজ থেকে তৈরি হয়। এটি হিন্দু ধর্মে বিশেষত ভগবান বসিঁণু এবং কৃষ্ণের সাথে যুক্ত। এটি শান্তি, সমৃদ্ধি, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পরা হয়। বজ্জৈয়ন্তী মালা পরা ব্যক্তির জীবনে নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে এবং ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়।

বজ্জৈয়ন্তী মালা সাধারণত ভগবান বসিঁণু এবং কৃষ্ণের মন্ত্র জপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, ধর্মীয় গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। এটি ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রতীক, যা ব্যক্তিকে ঈশ্বরের কাছাকাছি নিয়ে আসে

মূল বজ্জৈয়ন্তী মালা একটি লম্বা ঘাস থেকে আসে, এই লম্বা ঘাসের বীজগুলি লম্বা ডিম্বাকৃতির পুঁতিতে থাকে। পুঁতির পৃষ্ঠে প্রাকৃতিক সাদা ধূসর পালিশের সমাপ্তি থাকে, পুঁতির মাঝখানে একটি প্রাকৃতিক ছিদ্রও থাকে। উত্তর প্রদেশে রাজ্যের মথুরা জেলার আশেপাশে ব্রজ অঞ্চলে পাওয়া এই বজ্জৈয়ন্তী উদ্ভিদ।

□

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে, বৈজয়ন্তী মালা কৃষ্ণ বৈজয়ন্তী মালা দিয়ে তৈরি এই মালাটি খুব পছন্দ করতেন। এটি বৈজয়ন্তীর বীজ দিয়ে তৈরি এটি পূজা, যজ্ঞ, হবন, তন্ত্র এবং সাত্ত্বিক মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। আরও বলা হয়, যবে, বৈজয়ন্তীর মালা শ্রীকৃষ্ণ রাধার জন্য এবং ভগবান শ্রীরাম স্ত্রী সীতার জন্য একটি সুন্দর মালায় বোনা করেছিলেন। নারী-পুরুষ সকলেই বৈজয়ন্তী মালা পরতে পারেন। বৈষ্ণব ভক্ত এবং লক্ষ্মী ভক্তদের কাছে এই মালাটির অপরিসীম তাৎপর্য রয়েছে।

এছাড়াও বিশ্বাস করা হয়, যবে এই মালা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পরধীন করেন, এই শুভ মালা শান্তি কর্মের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে মূল বৈজয়ন্তী মালার গুরুত্ব অপরিসীম, এই মালা গ্রহ, ঘর এবং রাশিফলকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে কুণ্ডলীতে অশুভ শনি গ্রহের নেতিবাচক প্রভাব কমায়।

এটি আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। বৈজয়ন্তী মালার ধ্যান বা মন্ত্র জপ করলে আপনার মন শান্ত হয় এবং আপনাকে আধ্যাত্মিকতার পথে নিয়ে যায়।

এই মালা পরলে মন ও শরীরের শক্তি বৃদ্ধি পায়, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

মনের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়, মানসিক শান্তি লাভ হয়, যার মাধ্যমে কটে তার কর্মক্ষেত্রে মন রেখে কাজ করে।

বৈজয়ন্তী জপ মালা রাশিফলের (কুণ্ডলী) সকল ধরণের অশুভ দোষের ভারসাম্য বজায় রাখে

সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং আপনার জীবনে বিশ্বাস আনে।

বৈজয়ন্তী মালা পরা পুরুষ ও মহিলা কখনও জাদু বা তন্ত্রের আক্রমণ দ্বারা কষ্টগ্রস্ত হতে পারেন না, নেতিবাচক শক্তির প্রভাব ছাড়াই।

এটি বিশ্বাস করা হয়, যবে বৈজয়ন্তী মালা বহনকারী বা পরধীনকারী ব্যক্তি জীবনে কখনও কিছু হারান না।

ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত করে, মানসিক শান্তি আনে, কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করতে সাহায্য করে।

এই মালা দিয়ে নিয়মিত মন্ত্র জপ করলে জীবনে সমৃদ্ধি, সাফল্য, খ্যাতি, অর্থ, ইতিবাচকতা ইত্যাদি আসে।

মন্ত্র জপ, সদ্ধি, জপ, বশকিরণ, শত্রুদের পরাজিত করা, পরীক্ষা এবং খলোখুলায়, সাফল্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত শুভ।

ছলে এবং ময়েদের বিবাহে বাধা দূর করে, বৈজয়ন্তী মালা দিয়ে নিয়মিত ' জপ করলে বিবাহে সাহায্য করে।

বৈজয়ন্তী মালা পরার মাধ্যমে ব্যক্তিরা তাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারেন এবং তাদের উচ্চতর সত্ত্বা এবং ঐশ্বরিকতার সাথে গভীর সংযোগ অনুভব করতে পারেন।

বৈজয়ন্তী মালা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভক্তি ও প্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, দেবতা বা আধ্যাত্মিক পথের প্রতিগভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক এবং ভক্তির লালন করে।

বৈজয়ন্তী মালা এবং ভগবান কৃষ্ণের সাথে এর সম্পর্ক

হিন্দুধর্মের অন্যতম শ্রদ্ধা, দেবতা ভগবান কৃষ্ণের সাথে বৈজয়ন্তী মালা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ভগবান কৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বরিক খলো এবং লীলা চলাকালীন

বৈজয়ন্তী মালা সাজিয়েছিলেন। এই মালা ভগবান কৃষ্ণের প্রতিভক্তি ও

ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। বজ্রযন্তী মালা পরলে ভগবান কৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ হয়, এবং তাঁর ঐশ্বর্যিক শক্তির সাথে সংযোগ আরও গভীর হয়।

□

□

লাড্ডু গোপাল জী'র জন্য বজ্রযন্তী মালা

লাড্ডু গোপাল জী' হল শশিকাল ভগবান কৃষ্ণের নাম, ভগবানকে প্রায়শই ভক্তি ও ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে বজ্রযন্তী মালা দিয়ে সজ্জিত করা হয়। ভক্তরা শ্রদ্ধার নদির্শন হিসেবে প্রার্থনা এবং আচার-অনুষ্ঠানের সময় লাড্ডু গোপালকে মালা অর্পণ করেন। বিশ্বাস করা হয়, যত লাড্ডু গোপালকে বজ্রযন্তী মালা দিয়ে সজ্জিত করার মাধ্যমে, ভক্তরা ঐশ্বর্যিক আশীর্বাদ, সুরক্ষা এবং ভগবান কৃষ্ণের সাথে গভীর সংযোগ লাভ করতে পারেন।

□

বজ্রযন্তী মালা কীভাবে পরবেন:---- বজ্রযন্তী মালা পরার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্তরের শ্রদ্ধা এবং ঐতিহ্য মনে চলা প্রয়োজন। শুরু করার জন্য, একটি শান্ত এবং পরিত্যক্ত জায়গা খুঁজে বের করুন যেখানে আপনি আরামে বসতে পারেন। মালাটি আপনার হাতে ধরুন এবং এমন একটি প্রার্থনা বা মন্ত্র পাঠ করুন যা আপনার সাথে প্রতিধ্বনিত হয়। তারপর, আলতো করে আপনার গলায় মালাটি জড়িয়ে দিন, যেতে এটি আপনার বুকে আরামে থাকে। ধ্যান, আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান বা ঐশ্বর্যিক নির্দেশনা চাওয়ার সময় বজ্রযন্তী মালা পরার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বজ্রযন্তী মালা কারা পরতে পারেন:---- বজ্রযন্তী মালা কোনও নির্দিষ্ট লিঙ্গ, বয়স বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধ্যাত্মিক বিকাশ, অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং ঐশ্বর্যিকতার সাথে গভীর সংযোগ কামনাকারী যত কষ্টে এই পবিত্র মালা পরতে পারেন। বিশ্বাস করা হয়, যত বজ্রযন্তী মালা পরা একজনকে আধ্যাত্মিক যাত্রাকে উন্নত করে এবং বাধা ও চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ অনুশীলনকারী হোন বা আধ্যাত্মিক নতুন হোন না কেন, বজ্রযন্তী মালা আপনার আধ্যাত্মিক অস্ত্রাগারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।

□

বজ্রযন্তী মালা ব্যবহার:--- বজ্রযন্তী মালা কেবল আধ্যাত্মিকতার প্রতীক নয়, বরং এর কিছু আধ্যাত্মিক এবং নৈরাম্য বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। বজ্রযন্তী মালা দ্বারা নির্গত অনন্য শক্তি অজ্ঞা (তৃতীয় চক্র) চক্রকে উদ্দীপিত করে, অন্তর্দৃষ্টি এবং অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিশক্তিবৃদ্ধি করে বলে জানা যায়। পুঁতগুলি মনের উপর শান্ত প্রভাব ফেলে, চাপ, উদ্বেগ এবং অস্থিরতা হ্রাস করে। বজ্রযন্তী মালা দিয়ে ধ্যান করলে গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় এবং মন, শরীর এবং আত্মাকে সার্ববিধ করতে সহায়তা করা যায়।

বজ্রযন্তী মালা পরার নিয়ম:--- বজ্রযন্তী মালা পরার সাথে সম্পর্কিত কোনও কঠোর নিয়ম না থাকলেও, শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার সাথে এটি পালন করা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সাধারণ পালনের মধ্যে রয়েছে মালা পরিত্যক্ত এবং ধূলোমুক্ত রাখা, জলের সংস্পর্শ এড়ানো এবং ব্যবহার না করার সময় এটি একটি পবিত্র স্থানে সংরক্ষণ করা। অতিরিক্তভাবে, বজ্রযন্তী মালা পরার সময় এর আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য মন্ত্র, প্রার্থনা বা নিশ্চিতকরণ জপ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বজ্রযন্তী ফুল এবং বীজ মালার তাৎপর্য

বজ্রযন্তী ফুল, যা প্রবাল পুঁতির উদ্ভিদ (ব্রায়োফলিয়াম পনিটাম) নামেও

পরচিতি, বজ্রযন্তী মালার প্রক্ষেপটে অত্মন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ফুলগুলি প্রায়শই ভগবান কৃষ্ণের সাথে যুক্ত এবং হিন্দু পুরাণে পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। ভগবান বসিণ্ড পূজা বা হোমম করার সময়, অথবা ভগবান কৃষ্ণের উপাসনা করার সময়, বজ্রযন্তী ফুলের বীজ থেকে তৈরি মালা স্বর্গীয় বলে মনে করা হয় এবং এর অপরসীম তাৎপর্য রয়েছে। এই অলৌকিক বীজগুলি দেবতাদের মালা তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়, যা দুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু দেবতা ভগবান বসিণ্ড এবং ভগবান কৃষ্ণকে অর্পণ করা হয়।

বজ্রযন্তী বীজ থেকে তৈরি 108+1 পুঁতির মালা প্রায়শই মন্ত্র জপের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রতিদিন "ওঁ নমোঃ ভগবতে" বসিণ্ড মন্ত্র জপ করে, বাসুদেব মা শক্তি, ভগবান বসিণ্ড এবং ভগবান কৃষ্ণকে আহ্বান করেন বলে মনে করা হয়, কারণ মনে করা হয়, যে বজ্রযন্তী মালা নারীত্বপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী, যা ভগবান বসিণ্ড এবং ভগবান কৃষ্ণের আশীর্বাদের সাথে মিলিত হলে, জীবনের প্রতিটুকু ক্ষেত্রে এবং উপাসকের সাফল্য এবং জয়লাভ বয়ে আনে।

ভগবান বসিণ্ড এবং ভগবান কৃষ্ণ:--- বজ্রযন্তী মালা ভগবান বসিণ্ড এবং তাঁর অবতারদের, বিশেষ করে ভগবান কৃষ্ণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। হিন্দু পুরাণে, ভগবান কৃষ্ণকে প্রায়শই তাঁর ঐশ্বর্যিক লীলা (কটাতুকপূর্ণ কার্যকলাপ) চলাকালীন বজ্রযন্তী মালা পরাধীন করতে দেখা যায়। এই বজ্রযন্তী শৃঙ্খল ভগবান কৃষ্ণের সর্বশক্তিমানতা এবং অশুভ শক্তির উপর তাঁর বজ্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

□

মহাভারত:--- মহাকাব্য মহাভারতে, ভগবান শিব মহান যোদ্ধা অর্জুনকে স্বর্গীয়, অস্ত্র, শক্তিশালী গাণ্ডীব ধনুকও দিয়েছিলেন। ধনুকের পাশাপাশি, তাঁকে ভগবান শিবের আশীর্বাদ এবং সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে বজ্রযন্তী মালাও উপহার দেওয়া হয়েছিল।

□

দেবী দুর্গা:--- বজ্রযন্তী মালা শক্তিও শক্তির ঐশ্বর্যিক দেবী দেবী দুর্গার সাথে যুক্ত। দেবী দুর্গার ভক্তরা প্রায়শই তাঁর আশীর্বাদ পতে এবং তাঁর প্রতিক্ষামূলক শক্তির আহ্বান জানাতে বজ্রযন্তী মালা উৎসর্গ করেন। ভগবান শিব:---- বজ্রযন্তী মালাকে কখনও কখনও শবৈধর্মে সর্বোচ্চ দেবতা ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে একটি নিবিদেন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভক্তরা তাদের ভক্তি প্রকাশ করতে এবং আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং সুরক্ষার জন্য তাঁর ঐশ্বর্যিক আশীর্বাদ কামনা করার জন্য মালা পরাধীন করেন।

□

আধ্যাত্মিক অনুশীলন:---- বজ্রযন্তী মালা ধ্যান, মন্ত্র জপ এবং ভক্তিমূলক আচার-অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুশীলনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মালার পুঁতি আধ্যাত্মিক কম্পন বহন করে বলে বিশ্বাস করা হয়, যা মনকে পবিত্র করতে, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে গভীর করতে এবং চৈতন্যের উচ্চতর জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে।

বজ্রযন্তী মালার শুদ্ধি (শুদ্ধি):---

1. পূর্ণিমার পক্ষকালের প্রথম শুক্রবার
2. "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়." মন্ত্রটুকু মপক্ষে 108 বার জপ করুন,
3. মন্দিরে দান করুন,
4. গরীবদের মস্টি দিন,

উপরোক্ত ধাপগুলি অনুসরণ করার পর বজ্রযন্তী মালা পরা উচিত।